[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

মডেল মসজিদ নির্মাণ বন্ধের চক্রান্তের প্রতিবাদে মানববন্ধন

মুজিবনগরে প্রস্তাবিত স্থানে মডেল মসজিদ নির্মাণ বন্ধের চক্রান্তের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে মানিকনগর গ্রামবাসী।

রবিবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের সামনে এই মানববন্ধন ও অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বলেন, প্রস্তাবিত স্থানে মডেল মসজিদ চাই এর কোন বিকল্প নেই। প্রস্তাবিত স্থানে মডেল মসজিদ করতে হবে এটাই আমাদের দাবি।

স্বাধীনতার সূতিকাগার ঐতিহাসিক মুজিবনগর ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এবং মুজিবনগরকে বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। এতে আমরা অর্জন করি সেই মহান স্বাধীনতা। সেই স্থানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য এবং বর্তমান প্রজন্মকে মুক্তিযোদ্ধার সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার জন্য মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়। যার ফলে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স- উপজেলা পরিষদ, থানা, হাসপাতাল, ফায়ার সার্ভিস ভবন, পশু সম্পদ ভবন, সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজসহ অসংখ্য অফিস আদালতের জন্য জমি অধিগ্রহণ হয়। যার অধিকাংশ জমি মানিকনগর মৌজার মধ্যে এবং মানিকনগর গ্রামের অধিকাংশ জনগণ সরকারের উন্নয়ন এর কথা বিবেচনা করে সরকারি সকল স্থাপনার কথা চিন্তা করে তাদের জমি সরকারকে দিয়ে দিয়েছে।

মুজিবনগরের উন্নয়নের স্বার্থে এলাকাবাসী তাদের জমি-জমা সরকারকে দিয়ে দেয়। আজ সারা বাংলাদেশে মডেল মসজিদ নির্মাণ হচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে মুজিবনগরে একটি মডেল মসজিদ নির্মাণ হওয়ার কথা। কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছু কুচক্র মহল রাতারাতি বাড়ি নির্মাণ করে মসজিদটি নির্মাণ বন্ধ করার ষড়যন্ত্র করছে যা মুসলিম সমাজের মনে প্রচুর আঘাত করছে। মসজিদটি নির্মাণ বন্ধ হলে আমরা খুবই ব্যথিত হব। এখানে অনেক বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং বসতভিটা আছে। তাছাড়া পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স আধুনিকায়নের জন্য যে ৫১ একর জমি অধিগ্রহণ করা হবে, সেই স্থানে যদি মসজিদ

নির্মাণ না হয় তবে সেটি প্রশ্নবিদ্ধ হবে।

মানববন্ধন শেষে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের নিকট একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মেহেরপুরে ‘ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতামূলক’ দিনব্যাপী কর্মশালা

মেহেরপুরে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগে ‘ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতামূলক’ দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার মেহেরপুর জেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র মিলনায়তনে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের উপপরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনীরের সভাপতিত্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আরডিসি রনি খাতুন, মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড. আব্দুস সালাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাসেল আহসান, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, জেলা ও দায়রা জজ কোর্টের পিপি পল্লব ভট্টাচার্য, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম শাহীন।

২য় পর্বে বিভিন্ন মসজিদের ইমাম, শিক্ষক, মন্দিরের পুরোহিতসহ বিভিন্ন ধর্মীয় নেতাদের নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কুষ্টিয়া মহাশ্মশানের কার্যনির্বাহী পরিষদ’র কমিটি গঠন

কুষ্টিয়া মহাশ্মশানের (শ্রীঁমৎ বাবা বাচ্চাগিরী সিদ্ধাশ্রম) কার্যনির্বাহী পরিষদ (২০২৩-২০২৬)’র কমিটি গঠন করা হয়েছে। গতকাল বুধবার এ কমিটি ঘোষনা করা হয়।

এতে দুই টি প্যানেল অংশগ্রহণ করলেও একটি প্যানেলে ত্রুটি বিচু্যতি থাকায় অন্য একটি প্যানেলকে নির্বাচিত করে নির্বাচন কমিশন।

কমিটির একটি প্যানেলের সভাপতি শ্রী নরেন্দ্রনাথ সাহা এবং আরেকটি প্যানেলের সভাপতি বিশ্বনাথ সাহা বিশু।
তবে বিশ্বনাথ সাহা বিশুর প্যানেলের ২৫জন সদস্যের নামে ভুল থাকা এবং প্রবীর কুমার সাহা নামে এক কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য ভারতে অববস্থান করায় তার স্বাক্ষর জাল করায় বিভিন্ন ত্রুটির কারনে শ্রী নরেন্দ্র নাথ সাহা প্যানেলকে বিজয়ী ঘোষনা করেন। নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মানিক কুমার ঘোষ।

কমিটিতে শ্রী নরেন্দ্র নাথ সাহাকে সভাপতি এবং স্বপন কুমার দে কে সাধারন সম্পাদক করে ৫১ জন কার্যনির্বাহীর নাম ঘোষনা করা হয়।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলো, সহ-সভাপতি স্বপন কুমার নাগ চৌধুরী, বিপ্রজিৎ কুমার বিশ্বাস, বিমল কুমার সন্যাসী,তারা দাস ভৌমিক, ধীরাজ কুমার সাহা, মৃণাল কান্তি সাহা, আনন্দ শর্মা, যুগ্ম সাধারন সম্পাদক নিলয় কুমার সরকার ও ডা: রমা প্রসাদ দে, সহ-সম্পাদক ডা: উৎপল কুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব কুন্ডু, কোষাধ্যক্ষ বাবুল কুমার কুন্ডু, সহ কোষাধ্যক্ষ সুরেশ খেতান, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রবোধ কুমার পাল, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক দীপক কুমার সরাফ ও শংকর কুমার পাল, দপ্তর সম্পাদক দেবেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক বিথী রাণী কর্মকার, সহ-মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ঝুনা রানী, প্রচার সম্পাদক সুহাস কুমার রায়,, সহ-প্রচার সম্পাদক বিকাশ কুমার শিকদার, স্বাস্থ্য ও সমাজক কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক মহেন্দ্র কুমার আগরওয়ালা, সৎকার বিষয়ক সম্পাদক চন্দন সরকার, সহ-সৎকার বিষয়ক

সম্পাদক শ্রী রতন লাল, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক ননী গোপাল বিশ্বাস ও আইন বিষয়ক সম্পাদক শঙ্কর কুমার দত্ত। এছাড়াও কার্যকরী সদস্য হলো বিজয় কুমার কেজরীওয়াল, স্বপন কুমার ঘোষ, শ্রী নিমাই চন্দ্র দত্ত, অজিত কুমার দাস, দুলাল কুমার কুরী,বিষ্ণুপদ দাস, প্রভাস চন্দ্র দাস, গণেষ চন্দ্র কর্মকার, নন্দ গোপাল বিশ্বাস, শংকর বিশ্বাস, কিশোর কুমার সিকরীয়া, অশোক নন্দী, রতন পাড়ই, শ্রী স্বজন কুমার খেতান, শিশির কুমার পাল, অঞ্জন বিশ্বাস, অজিত কুমার বিশ্বাস, শ্রী প্রদীপ কুমার সারাওগী, প্রহলাদ কুন্ডু, শ্যামল কুমার কর, ব্যোমকেম মজুমদার (বঙ্কু) ও বিষ্ণ কুমার শিকরিয়া।

আগামী ১৯ মে সন্ধ্যঅ ৭টায় মহাশ্মশান চত্বরে এই কমিটির প্রথম কার্যনিবাহী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন সভাপতি শ্রী নরেন্দ্র নাথ সাহা।

মেহেরপুরে সরকারি ও বেসরকারিভাবে মোট ১২৭ জন পবিত্র হজ্বে যাবেন

আসন্ন পবিত্র সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনার গমনকারী হজ্ব যাত্রীদের দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (১০ মে) সকালে মেহেরপুর জেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র মিলনায়তনে হজ্ব যাত্রীগণের এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দিনব্যাপি প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম।

প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মহা: আব্দুস সালাম,

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডাঃ জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকী, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্টেট লিউজা – উল জান্নাহ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আজমল হোসেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনির। চলতি বছরে মেহেরপুর থেকে সরকারি ও বেসরকারিভাবে মোট ১২৭ জন পবিত্র হজ্ব পালন করবেন।

এর মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় ৯ জন এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ১১৮ জন রয়েছেন।

দর্শনায় ১৬ দিনের ব্যবধানে দুটি পবিত্র কোরআন শরিফ পুড়ানোর অভিযোগে আটক ১

দর্শনার উজলপুর গ্রামে ১৬ দিনের ব্যবধানে দুটি পবিত্র কোরআন শরিফ পুড়ানোর অভিযোগ উঠেছে আনিছ উদ্দিন নামের এক ব্যাক্তির বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় আনিছ উদ্দিনকে পুলিশের কাছে তুলে দিয়েছে গ্রামবাসী।

আজ শুক্রবার দুপুর ২ টার দিকে দর্শনা থানার ইন্সপেক্টর (তদন্ত) আমান উল্লাহ, এসআই আহাম্মদ আলী বিশ্বাস ও এসআই সুজন ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে তাকে আটক করে থানা হেফাজতে নেয়।

ঘটনার বিবরণে জানাগেছে, আজ শুক্রবার দুপুর ২ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন বেগমপুর ইউনিয়নের উজলপুর গ্রামের মৃত রহমান মন্ডলের ছেলে আনিছ উদ্দিন (৫৫) গ্রামের ছটাংগার মাঠে তার নিজ জমিতে একটি কোরআন শরিফ পুড়ায়। এরপর মাঠ হতে গ্রামে ফিরে তা মানুষের নিকট প্রচার করে।
এমন খবর শুনারপর তার সত্যতা যাচায়ে মাঠে যায় গ্রামের লোকজন। ঘটনাস্থলে যেয়ে কোরআন শরীফ পুড়ানোর সত্যতা পায়। পরে পুলিশের খবর দিলে দর্শনা থানার ইন্সপেক্টর (তদন্ত) আমান উল্লাহ আমান,

এসআই আহাম্মদ আলী বিশ্বাস ও এসআই সুজন ঘটনাস্থল পৌছে প্রাথমিক তদন্ত শেষে কোরআন শরীফ পুড়ানোর অপরাধে আনিছ উদ্দিনকে আটক করে দর্শনা থানা পুলিশ।

উল্লেখ্য, গত ১২ এপ্রিল সে একটি কোরআন শরিফ আংশিক পুড়িয়ে গ্রামের আব্দুল করিমের ছেলে নজর আলী মাস্টারের বাড়ির গেটের সামনে রেখে যায়। পরে পুলিশ খবরপেয়ে সরজমিন পরিদর্শন করে কোরআন শরিফটি উদ্ধার করে পুলিশ হেফাজতে নেয়।

স্থানীয়রা জানায়, আনিছ উদ্দিন বেশ কিছুদিন মানষিক ভারসাম্যহীন ভাবে চলাফেরা করছে। দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত ইনচার্জ ইন্সপেক্টর (তদন্ত) আমান উল্লাহ আমান জানান, পবিত্র কোরআন শরীফ পুড়ানোর অপরাধে ২৯৫ ধারায় মামলা দায়ের করে আসামীকে চুয়াডাঙ্গা কোট হাজতে পাঠানো হয়েছে।

সৌদিতে চাঁদ দেখা গেছে, ঈদ শুক্রবার

সৌদি আরবের আকাশে বৃহস্পতিবার (২০ এপ্রিল) শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা গেছে। ফলে, দেশটিতে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপিত হবে আগামীকাল শুক্রবার (২১ এপ্রিল)। দিনভর নানা জল্পনা-কল্পনার পরে সন্ধ্যায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছে সৌদির চাঁদ দেখা কমিটি। খবর আরব নিউজের।

সৌদির মানবসম্পদ ও সামাজিক উন্নয়ন মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দেশটিতে ঈদুল ফিতরের ছুটি ২১ এপ্রিল থেকে শুরু হবে। ছুটি থাকবে চারদিন। আগামী ২৫ এপ্রিল থেকে নিয়মিত সময়ে কাজ শুরু হবে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মুসলিমদের চাঁদ দেখার অনুরোধ জানিয়েছিল সৌদির চাঁদ দেখা কমিটি। চাঁদ দেখা যাওয়ায় দেশটিতে ২৯ রোজায় শেষ হলো পবিত্র রমজান মাস। শুক্রবারই ঈদের খুশিতে মেতে উঠবেন সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে বসবাসকারী মুসলিমরা।

তবে বৃহস্পতিবার চাঁদ দেখা না যাওয়ায় আগামী শনিবার ঈদ উযাপনের

ঘোষণা দিয়েছে বিশ্বের অন্তত আটটি দেশ। এদের মধ্যে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাই, থাইল্যান্ড, জাপান ও ফিলিপাইন।

শনিবার ঈদ উদযাপনের বিষয়ে মালয়েশিয়ার ‘কিপার অব দ্য রুলারস সিল’ সৈয়দ দানিয়াল সৈয়দ আহমদ বলেছেন, ইয়াং ডিপারতুয়ান আগাং (প্যারামাউন্ট রুলার প্রধান) আল-সুলতান আবদুল্লাহ রিয়াতউদ্দিন আল-মুস্তফা বিল্লাহ শাহ মালয়েশীয় শাসকদের সঙ্গে আলোচনার পরে ঈদের তারিখ ঘোষণায় সম্মতি দিয়েছেন।

মালয়েশিয়ার মতো চাঁদ দেখা যায়নি প্রতিবেশী দেশ ইন্দোনেশিয়াতেও। তারাও ঈদুল ফিতর উদযাপন করবে আগামী শনিবার। ইন্দোনেশিয়ার ধর্ম মন্ত্রণালয় এ ঘোষণা দিয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম কমপাস।

এশিয়ার আরেক দেশ ব্রুনেইও শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা না যাওয়ায় শনিবার ঈদুল ফিতর উদযাপনের ঘোষণা দিয়েছে। দুবাইভিত্তিক সংবাদমাধ্যম খালিজ টাইমস এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

এর আগে, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে বৃহস্পতিবার খালি চোখে শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, এমন কথা জানিয়েছিলেন ১৩টি আরব দেশের ২৫ জন জ্যোতির্বিদ্যা বিশেষজ্ঞ।
সংযুক্ত আরব আমিরাতের আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিদ্যা কেন্দ্র (আইএসি) এক বিবৃতিতে জানায়, এই বিবৃতি ঈদুল ফিতরের সঠিক তারিখ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে নয়। কারণ এটি আইনগত ও বৈজ্ঞানিক বিবেচনাসহ বিভিন্ন কারণে দিয়ে প্রভাবিত। এ বিবৃতিটির উদ্দেশ্য হলো, চাঁদ দেখার বিষয়ে কিছু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করা।
বিবৃতিতে বলা হয়, সূর্যাস্তের পর ক্ষণিকের জন্য আকাশে অর্ধচন্দ্রের উপস্থিতি এর দৃশ্যমানতার জন্য নির্ভরযোগ্য সূচক নয়। অর্থাৎ, সূর্যাস্তের পর সামান্য সময়ের জন্য আকাশে চাঁদ উঠলেও তা দেখা যাবে, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই।

আইএসি বলেছিল, পুরোনো এবং নতুন সব মানদণ্ড বলছে, আরব বিশ্ব থেকে বৃহস্পতিবার খালি চোখে চাঁদ দেখা সম্ভব নয়। এই প্রত্যাশা কোনো ব্যক্তি বা দলের মতামত নয়, বরং বিশেষজ্ঞদের ঐকমত্য। সব বৈজ্ঞানিক মানদণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে করতে চাই, বৃহস্পতিবার আরব বা ইসলামিক বিশ্বে খালি চোখে অর্ধচন্দ্র দেখা সম্ভব নয়, এমনকি টেলিস্কোপ ব্যবহার করেও সম্ভব নয়।

আমিরাতভিত্তিক সংস্থাটি জানায়, যেসব দেশে খালি চোখেই চাঁদ দেখা যায় বা এশিয়ার দেশগুলো, যারা টেলিস্কোপ দিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে; ধারণা করা হচ্ছে, সেসব জায়গায় রমজান মাস ৩০ দিন হবে এবং ঈদুল ফিতর উদযাপিত হবে শনিবার (২২ এপ্রিল)।

কিন্তু শেষপর্যন্ত আইএসি’র ধারণা ভুল প্রমাণ করে বৃহস্পতিবারই সৌদির আকাশে উদয় হলো ঈদের চাঁদ।

লায়লাতুল ক্বদর -এম.এ এস. ইমন

আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠতম রাত্রি। আপনার গন্তব্য কে বেছে নেয়ার রাত্রি। আপনার জীবনের সকল ভুলভ্রান্তি মুছে ফেলার রাত্রি। আপনারই দ্বারপ্রান্তে একটি রাত যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। একটি রাত যা জীবনভর ইবাদাত কারাও চেয়েতে উত্তম।

আমাদের গড় আয়ু ৬০ থেকে ৭০ বছর। এর মধ্যে ১০ থেকে ১৫ বছর কেটে যায় শেশবে। ১০ বছর কেটে যায় কর্মস্থলে। আরো ১০ বছর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। ৫ বছর যাতায়াত করতে করতে। আরো দশ পনেরো বছর সামাজিকতার বিনোদনে। বাকি ১০-১৫ বছর সময়ের কতটুকু আসলে আমরা পুরোপুরি ইবাদতের পেছনে ব্যয় করতে পারি। অথচ লায়লাতুল ক্বদর এমন একটি রাত যা হাজার মাস অর্থাৎ ৮৩ বছরের চাইতেও উত্তম। এর মানে এই একটি রাত যদি আমরা সম্পূর্ণভাবে আন্তরিকতার সাথে ইবাদত করতে পারি এর মূল্য হবে জীবনভর প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি ক্ষণে আল্লাহর কথা স্মরণ করে তার ইবাদত করে কাটিয়ে দেয়ার চেয়েও উত্তম এর চাইতেও মর্যাদাপূর্ণ।

লায়লাকুল ক্বদর এমন একটি উপহার যা পেলে মনে হয় আল্লাহতাআলা আসলে আমাদেরকে জান্নাতে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য কারণ খুঁজছেন, অজুহাত খুঁজছেন। আমাদের প্রত্যেকে গুনাগার কেউ নামাজ বাদ দেই, তো কেউ মিথ্যা কথা বলি। কেউ বাবা মায়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করি। কেউ জিনায় লিপ্ত, কেউ মদ খেয়েছি কেউ মাদকে আসক্ত। কতরকম ভুল-ভ্রান্তিতে আমরা ডুবে আছি। অথচ আল্লাহ তাআলা আমাদের কারোর লায়লাতুল ক্বদরের মত মহিমান্বিত রাত্রির দরজা বন্ধ করে দেননি বরং এই রাত্রটি যেন খাসভাবে আমাদের জন্যই তৈরি করা হয়েছে আমাদের প্রতি আল্লাহর রহমত ভালোবাসা সত্যিই আমাদের কল্পনাশক্তির বাইরে।

ফজরের নামাজ মসজিদে জামাতের সাথে আদায় করা হয়।

অন্যদিকে তারাবির নামাজ ইমামের পেছনে পুরোটা শেষ করলে অর্থাৎ ইমাম ৮ রাকাত পড়লে ৮ রাকাত ২০ রাকাত পড়লে ২০ রাকাত ১০০ রাকাত পড়লে ১০০ রাকাত ইমাম যত রাকাত নামাজই পড়াননা কেন তার পেছনে পুরো নামাজ শেষ করে করলেও পুরো রাত্রি নামাজ পড়ার ছোয়াব পাওয়া যাবে। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে ইবাদতের ক্ষেত্রে রাসুল (স:) এর মনযোগ ছিল সৌন্দর্য্য ও আন্তরিকতার দিকে। তিনি নামাজে লম্বা লম্বা সূরা তেলাওয়াত করতেন এবং রুকু ও সিজদাতে দীর্ঘ সময় নিয়ে দোয়া করতেন। নামাজে দাড়িয়ে সুরা পড়ার সময় জাহান্নামের আয়াত আসলে তিনি তিলাওয়াত থামাতেন।

আমি আল্লাহর কাছে জাহান্নামের আগুন থেকে রেহাই চাইতেন। জান্নাতের আয়াত আসলে আল্লাহর কাছে জান্নাত লাভের জন্য দোয়া করতেন। তাঁর ইবাদতের প্রতিটি উচ্চারণে ছিল আন্তরিকতা। আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি চেষ্টা। আমরা অনেকে ভাবতে পারি। আমাদের তো বড় বড় সূরা মুখস্ত নেই। যা মুখস্থ আছে সেগুলোর মানেও বুঝিনা। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে আমাদের উচিত হবে এখন থেকে যেসব সূরা মুখস্ত আছে সেগুলো শাব্দিক অর্থ নিয়ে পড়াশোনা করা এবং নতুন নতুন সূরা মুখস্ত করা। কিন্তু এই সেই দশ রাত্রি যেহেতু চলে এসেছে আমরা এই সময়টায় রুকু এবং সিজদায় বেশি বেশি দোয়া করার মাধ্যমে আমাদের নামাজকে সুন্দর করে তুলতে পারি। বিশেষ করে সেজদা করার সময় বান্দা আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে নিকটে থাকে। এই সময়ে আমাদের উচিত মন খুলে দোয়া করা। সুবহানা রাব্বিয়াল আলা তিনবার বলার পর আপনার দুনিয়া এবং আখেরাতের যা কিছু প্রয়োজন আল্লাহর কাছে চাইতে থাকুন। আপনি মন খুলে দোয়া করতে পারছেন না, মনটা শক্ত হয়ে আছে অসুবিধা নেই আপনার এই দোয়া না করতে পারার কথাটাই আল্লাহ তাআলাকে বলুন।

তিনি আপনার অন্তর প্রশস্ত করে দিবেন আপনার জিহ্বা খুলে দিবেন। কখনো ৫ মিনিট ১০ মিনিট ১৫ মিনিট ধরে সিজদা করে দেখেছেন কি? না করে থাকলে এই শেষ দশ রাত্রির চমৎকার সুযোগ কি আর হতে পারে। নামাজের পাশাপাশি অন্যান্য এবাদত করার মাধ্যমেও আমরা শেষরাত্রি গুলোকে জাগিয়ে রাখতে পারি।

আয়েশা (রা:) যখন রসুল (স:) জিজ্ঞেস করলেন: আমরা যদি লায়লাতুল ক্বদর পেয়ে যাই তখন আমরা কি দোয়া করব। রসুল (স:) বললেন: বলবে [‘‘আল্লাহুম্মা ইন্নাক আফুউউন, তুহিব্বুল আফোয়া, ফাফু আন্নি’’ হে আল্লাহ আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমাকে ভালোবাসেন, তাই আমাকে ক্ষমা

করে দিন]। কত সুন্দর সমাধান আল্লাহর রসুল (স:) দশটি জিনিষ চাইতে বলেননি। একশ রাকাত নামজ পড়তে বলেননি। আসলে আমাদের সব ইবাদাতের মূল লক্ষ্য কি। আল্লাহর ক্ষমা লাভ করা। আল্লাহর ক্ষমা পেয়ে গেলে আমাদের দুনিয়া এবং আখেরাতের আর কোন কিছুই লাগবে না। তাই রাসূল (স:) এই দোয়াটাই আমাদেরকে মহিমান্বিত রাত্রিতে বেশী বেশী করে করতে বলেছেন। সেই সাথে বন্দের এই সময় নামাজ থাকবে না তারা অন্যান্য জিকির-আশকার পাশাপাশি আল্লাহর কাছে হাত তুলো এই দোয়াাটি বেশি বেশি করার মাধ্যমে লায়লাতুল ক্বদরের পুরো ফযিলতটাই আদায় করতে পারবেন।

শ্রেষ্ঠ এই মাসে শেষ রাত্রিগুলো আপনার ব্যক্তিগত ক্যানভাস নামাজ, কোরআন তেলাওয়াত, দোয়া জিকির সদগাহ এইসব ইবাদাতগুলো হলো আপনার রং। হাজার মাসের চেয়েও উত্তম এই রাতটিকে আপনার মনের মত রং দিয়ে রাঙিয়ে দিন। যদি সারারাত শুধু নামাজ পড়ে কাটিয়ে দিতে চান তাতেও কোনো বাধা নেই। যদি একটু আধটু করে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন এবাদত করতে চান তাতেও কোনো বাধা নেই। এই রাত জুরে গোটা বিশ্বের কানায় কানায় ফেরেশতা দিয়ে ভরে যায়। তারা তাদের রবের এবাদত করতে থাকে। গুনোগান গাইতে থাকে। দশটি রাত তাদের সাথে যোগদিন। অনন্তকাল এর প্রতিদান উপভোগ করুন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে লায়লাতুল ক্বদর পাওয়ার এবং ইবাদত দিয়ে জাগিয়ে তোলার তৌফিক দিন। আমিন।

মেহেরপুরে জনপ্রতি ফিতরা নির্ধারণ ১১৫ ও সর্বোচ্চ ২৬৫০ টাকা

মেহেরপুরে জেলা ইমাম সমিতির উদ্যোগে ফিতরা ও যাকাত নির্ধারণী আলোচনা সভায় মেহেরপুর জেলাতে জনপ্রতি ১১৫ টাকা ও সর্বোচ্চ ২৬৫০ টাকা ফিতরা নির্ধারণ করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুর ২টার সময় হোটেল বাজার জামে মসজিদে এই আলোচনা

সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় মেহেরপুর জেলা ইমাম সমিতির সভাপতি এইচ এম এম রোকনুজ্জামানের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন জেলা ইমাম সমিতির উপদেষ্টা হাফেজ মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান, জেলা ইমাম সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সিরাজ উদ্দিন, পৌর ইমাম সমিতির সাধারণ সম্পাদক হাফেজ মাওলানা শাহাজালাল, মেহেরপুর সদর ইমাম সমিতির সভাপতি মাওলানা সানোয়ার, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নাসির উদ্দিন, মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব, মাওলানা শরীফ উদ্দিন, হাফেজ জামাল উদ্দিন, হাফেজ কাশেম আলী, মাওলানা আব্দুল বারী, জাহিদ হাসান, বোরহান উদ্দিন, হাফেজ শাহীন, ইদ্রিস, সজল, আব্বাস আলী, হাফেজ আব্দুল করিম, আব্দুর রহমান, শাহজাহান মুক্তি, নুর ইসলাম সামিউল সহ মেহেরপুর জেলা জাতীয় ইমাম সমিতির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহ জেলার পূজা উদযাপন পরিষদের বার্ষিক সম্মেলন

সমঅধিকার, সমমর্যাদা ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে গঠিত বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, ঝিনাইদহ জেলা শাখার দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (১ এপ্রিল) দুপুরে জেলা শহরের হামদহ কালীতলা প্রাঙ্গণে ব্যাপক আয়োজনে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনের শুরুতে জাতীয় পতাকা ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করা হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি জে এল ভৌমিক। জেলা পুজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি কনক কান্তি দাসের সভাপতিত্বে ও উত্তম গাঙ্গুলীর সঞ্চালনায় এতে প্রধান বক্তা ছিলেন বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারন সম্পাদক অধ্যাপক ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার।

এতে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পুজা উদযাপন পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শুভাশিস বিশ্বাস সাধন, যুগ্ম সাধারণ

সম্পাদক শ্রমতি পদ্মাবতী দেবী, সাংগঠনিক সম্পাদক তাপস কুমার কুণ্ডু, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ ঝিনাইদহ জেলা শাখার সভাপতি নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস, শৈলকূপা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম আবদুল হাকিম আহমেদসহ প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, সনাতনী ধর্মাবলম্বীদের সার্বিক নিরাপত্তাসহ যাবতীয় অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ নামে সংগঠনটির পথচলা শুরু হয়। শুরুতে এটি মহানগর পূজা পরিষদ নামে শুরু হয়। বর্তমানে সারা দেশের জেলা-উপজেলা পর্যায়ে এ সংগঠনের কমিটি রয়েছে। এটি এ যাবৎকালে সনাতনী ধর্মীয়দের সবচেয়ে বৃহৎ প্ল্যাটফর্ম।

শুরু থেকে এখন পর্যন্ত সংগঠনটি বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সনতনী ধর্মীয়দের সমমর্যাদা, সমঅধিকার নিশ্চিতকরণসহ অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে।